OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 140 - 144
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর বিবিধ সত্তা : নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোটগল্প অবলম্বনে

পারমিতা চ্যাটার্জী ব্যানার্জী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ এবং
গবেষক, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি
Email ID: pbanerjee386@gmail.com
iD 0009-0000-2009-2860

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Rabindra Nath Tagore, short stories, women, women exploitation, women's importance, social barrier, women's raise voice, deprived women.

Abstract
Rabindranath Tagore is one of the pioneer creators of the modern short story in Bengali literature. In fact, it was through his hands that the modern Bengali short story flourished. In most of his short stories, Rabindranath depicted the joys and sorrows of the lives of ordinary people. Alongside this, the subtle complexities of the human mind, various conflicts, and inner turmoil are also portrayed. Very few short story writers have highlighted the various forms of social oppression faced by women in their stories quite like he did. In this essay under discussion, we will attempt to highlight the diverse dimensions of women mentioned in Rabindranath's short stories. Sometimes she is rebellious, and at other times, her unfulfilled love fails to reach maturity. Women's social dignity, the pain of unexpressed love, and loneliness — all have been captured in his short stories. Women are also human beings, not commodities; they have their own likes and dislikes, and society must give importance to those needs instead of forcing anything upon them—he has tried to bring out all of these themes in his stories. In our discussed essay, we will analyze these various positions of women in Rabindranath's short stories through a selection of a few stories.

Discussion

সাহিত্যের আঙিনায় নারীর অবস্থান জন্মলগ্ন থেকেই। বেশিরভাগ সাহিত্যেই আমরা দেখেছি নারী পুরুষ উভয় চরিত্র মিলে কোনো একটা সার্থক সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যে নারীর অবস্থান বা ভূমিকা বা নারীর বিভিন্ন রূপের পরিচয় আমরা পাই। সাহিত্য সময়ের স্মারক। সাহিত্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক পরিবেশ। বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই নারীকে আমরা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। নারী চরিত্র বিভিন্ন রূপে আমাদের সামনে আসে। রবীন্দ্র ছোটগল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্র ছোটগল্প যেন নারীর সাজঘর। তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পের নারী চরিত্ররা এখানে নানা রূপে সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে আসে বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সাজঘরে উঁকি দিলে দেখি দীর্ঘদিন ধরে তিনি যত ছোটগল্প লিখেছেন তার সিংহভাগ অধিকার করে আছে নারীরা অর্থাৎ নারীর বিভিন্ন সত্ত্ব, কখনও তার মধ্যে ফুটে ওঠে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রেমের যন্ত্রণা, ভালোবাসা পেয়েও তাকে ধরে রাখতে না পারা, আবার কখনও বা তার ভালোবাসা প্রত্যাখ্যাত হওয়া। এর ফলস্বরূপ তার মধ্যে জেগে ওঠে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতিশোধ স্পৃহা। নিজের মধ্যে সে এক অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। যতই সমাজ সংসার চেষ্টা করে তাকে সবদিক থেকে দমিয়ে রাখতে, শাসনে রাখতে, ততই তার মধ্যে জেগে ওঠে ‘আমিত্ব’, নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা। নিজের ভিতরকার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, আঘাতের পাল্টা জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ‘মহুয়া’ কাব্যগ্রন্থের ‘সবলা’ কবিতায় নারীদের হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন -

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?”

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কিছু ছোটগল্প বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখবো সেইসব বিভিন্ন নারীদের কত ভিন্নধর্মী রূপ আমাদের চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা এমন বেশকিছু গল্প পাই যেখানে দেখি প্রেম নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন - সমাপ্তি, পোস্টমাস্টার, একরাত্রি, মেঘ ও রৌদ্র ইত্যাদি গল্প। পোস্টমাস্টার গল্পে বারো-তেরো বছরের রতন বয়সন্ধির আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেনি যে পোস্টমাস্টার সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব হৃদয়ানুভূতি। তাই পোস্টমাস্টার যখন সন্ধ্যাবেলা তার উলাপুরের ঘরের কোণের নি:সঙ্গ শূন্যতা বা তার নিজের মনের একাকিত্ব কাটানোর জন্য ‘রতন’ বলে ডাকতেন, সেই ডাক শোনার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত। পোস্টমাস্টার তাকে লেখাপড়া শেখাতেন, নিঃসঙ্কোচে তার ঘরের লোকেদের কথা বলতেন। এইসব কিছু দেখে তখন উল্টো দিকে থাকা ‘রতন’ তাই বোধহয় নিজেকে পোস্টমাস্টারের বাড়ির একজন ভাবতে থাকতো। আর তাই সেও তার মনের অনেক কথা নিঃসঙ্কোচে পোস্টমাস্টারকে বলতো। পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী শুধু নয়, সে বোধহয় আরও কিছু নিজেকে ভাবতে শুরু করেছিল। তার আশা ছিল পোস্টমাস্টার তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে। তাই অসুস্থ পোস্টমাস্টারকে সে দু-হাত দিয়ে সেবা করে সুস্থ করে তুলে ছিল এবং নিজের অজান্তেই ভালোও বেসে ফেলেছিল। কিন্তু হায়রে বয়ঃসন্ধির অবুঝ মন বুঝতে ও পারেনি, পোস্টমাস্টারের তাকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। সে তখন ভাবছে কত তাড়াতাড়ি সে এই গন্ডগ্রাম থেকে নিস্কৃতি পাবে। তাই তার চলে যাওয়ার খবর সে অবলীলায় রতনকে ডেকে বলতে পেরেছে এবং রতন যখন পোস্টমাস্টারকে তার বাড়িতে তাকে নিয়ে যেতে বলেছে সে নিসঃঙ্কোচে তা উড়িয়ে দিয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি তেরো বছরের কিশোরী হৃদয়ের যে প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা তাকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

> “ ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?’ পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, ‘সে কী করে হবে’। ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল – ‘সে কী করে হবে’।”[১]

শহুরে পোস্টমাস্টারের স্থান যে অনেক উঁচুতে, তার জীবনে বা মনে এই নগণ্য পল্লী বালিকার যে কোনো ভূমিকা বা জায়গাই নেই। এমনকি এটা জানার পর রতনের ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা বা অনুভূতি কোনওটাই সে বুঝতে পারেনি। বরং সে তার সেবা শুশ্রূষার দান স্বরূপ তার জন্য যা করেছে তাতে তার ভারাক্রান্ত হৃদয় আরোও আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। তার হৃদয় সম্পর্ককে কাঞ্চন মূল্যে বিদায় দেওয়ার এই প্রস্তাবে রতনের সমস্ত অন্তর হাহাকার করে উঠেছে। অর্থ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে রতন তার প্রতিদানহীন ভালোবাসার বেদনাকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পেও দুটি অসম বয়সী মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে আকাশের মেঘ ও রৌদ্রের তুলনা টানা হয়েছে। আকাশে যেমন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে, তেমনি দুটি অসমবয়সী বন্ধু ক্ষীণদৃষ্টি যুবক শশিভূষণ ও কিশোরী গিরিবালার মান-অভিমানের খেলা। রবীন্দ্রনাথ খুব কোমল ও সুন্দর ভাবে মমতার সঙ্গে শশিভূষণ ও গিরিবালার মান-অভিমান মিশ্রিত অমল ভালোবাসাকে গড়ে তুলেছেন। একদিন বিকালে দশ বছরের গিরিবালা শশিভূষণের হাত ছাড়িয়ে পালাবার ছদ্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তার শশী দাদার কাছে ধরা দিয়েছিল, আবার একদিন বিকালে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় অবগুণ্ঠনবতী অবনতমুখী নববধূ গিরিবালা জানতেও পারলোনা যে তার গুরু একবার তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের আশায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অনতি দূরে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালে যখন আবার তাদের দু'জনের মধ্যে দেখা হয় তখন সেই গিরিবালা বর্তমানে 'পঞ্চদশী শুভ্রবসনা বিধবা গিরিবালা।' সুখের দিন একবার চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা বড়ো কঠিন কাজ সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই গিরিবালা ও শশিভূষণ দুজনের চোখ দিয়েই জল পড়তে থাকলো।

> "এসো এসো ফিরে এসো-নাথ হে, ফিরে এসো!
> আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
> বঁধু হে, ফিরে এসো!"[২]

'একরাত্রি' গল্পের নায়ক ও অবহেলা করে সুরবালাকে হারিয়েছে। সুরবালা আজ আর কেউ নয়, কিন্তু এই সুরবালা কি না হতে পারত!

> "আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভাগিনী হইতে পারিত - সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। সুরবালা আজ রামলোচনের স্ত্রী। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষা ও বেশী করিয়া আমার, একথা আমি মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। সুরবালা এত কাছে, তবু এত দূরে - মাঝখানে এক দেয়াল।"[৩]

মেঘ ও রৌদ্র এবং একরাত্রি দুটি গল্পেই আমরা দেখি কিশোর-কিশোরী মনের যে সরল নিস্পাপ ভালোবাসা। যদিও দুটি গিরিবালা বা সুরবালা কেউই তাদের মনের এই প্রচ্ছন্ন ভালোবাসাকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তাদের অব্যক্ত প্রেম ভালোবাসাকে মনের মধ্যে রেখে অন্যের স্ত্রী হয়ে সংসার করতে হয়েছে আজীবন।

কিশোরী মনে প্রেম কিভাবে ধীরে ধীরে জাগরিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমাপ্তি গল্পটি। আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ সমাপ্তি গল্পে নব্যতন্ত্রী যুবক বাবু অপূর্ব তার মায়ের পচ্ছন্দকে নাকচ করে যাকে বিবাহ করে তার নাম মৃন্ময়ী। তাকে সবাই বলে অবাধ্য গেছো মেয়ে, তার শাশুড়ি বলে বেহায়া। এই গল্পে একটি অসমাপ্ত প্রয়াস গল্প শেষে সমাপ্তি লাভ করেছে। অবাধ্য গেছো মেয়ে মৃন্ময়ী কি করে দেহে ও মনে একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠল তার খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অপূর্ব মৃন্ময়ীর কাছে চুম্বন ভিক্ষা করেও পাইনি। তখন মৃন্ময়ীর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার খেলার সঙ্গী রাখাল বা তার এই গ্রাম। অথচ আজকে যখন অপূর্ব কলকাতায় চলে গেছে তখন তার অবর্তমানে মৃন্ময়ীর মনে ধীরে ধীরে প্রেম জেগে ওঠে অপূর্বর জন্য। যে মৃন্ময়ী একদিন খুব সহজেই অপূর্ব যখন চুম্বন প্রার্থনা করেছিল সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই মৃন্ময়ীই কলকাতায় অপূর্বর ভগ্নীর বাড়িতে সে ঘরে প্রবেশ করতেই -

> "...একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না।"[৪]

'নিশীথে' গল্পে জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু মধ্যরাতে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ওষুধ চান। পীড়িতা প্রথমা স্ত্রীর চিকিৎসক হারাণ ডাক্তারের যুবতী কন্যা মনোরমার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ দেখান। এইসব দেখে বুঝে প্রথমা স্ত্রী স্বামীকে সুখী করতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। স্বামীর সুখের জন্য তার এই আত্ম বিসর্জনই স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার মহত্ত্ব দান।

'সুভা' গল্পের নায়িকা সুভা এক মূক বালিকা। সুভার ভাষাহীন জগতের সঙ্গী ছিল কয়েকটি মনুষ্য ইতর প্রাণী ও একমাত্র সবাক বালক প্রতাপ। সুভার কল্পনার জগতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রতাপ। তাকে ঘিরেই সুভার সবকিছু। ভাষাবিশিষ্ট প্রতাপ কিন্তু সুভার মনের সব কথা বুঝতে পারতো। কিন্তু এই প্রকৃতির সন্তান যেদিন মানুষের ভাষাময় সংসারে এসেছে সেদিন মুক্ত জগতে তার যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তার পথ হয়ে গেল চিরদিনের মতো রূদ্ধ। তার মূক হৃদয়ের গভীর বেদনা রবীন্দ্রনাথ সযত্নে তুলে ধরেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সে কাহাকে ও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথা বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই ...। বালিকার চির নীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল - অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।"[৫]

এই ছোটগল্পগুলির পাশাপাশি আবার ভিন্নধমী রূপ দেখি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পে। কোথাও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার বা স্বীকৃতি পাওয়ার লড়াই মেয়ে হিসেবে মানুষ হিসেবে প্রতিবাদ বা রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে দিয়ে। নারী ও পুরুষ যে সমান, নারীও যে মানুষ সে যে পণ্য নয় সেই ঝাঁঝ বেড়িয়ে এসেছে যেমনটা একদা নজরুল বলেছিলেন তাঁর 'নারী' কবিতায় -

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

কিন্তু সমাজে পরিবারে নারীদের যে কত কিছু সহ্য করতে হয় তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নিজের গল্পগুলি। 'খাতা' গল্পটিতে আমরা দেখি স্নেহ বিবেচনা দয়ামায়াহীন সংসারে একটি কোমল অনুভূতিশীল বালিকা হৃদয় কিভাবে অপমানিত হয়েছে, এ গল্প শুধু তার বিবরণ মাএ নয়, রক্ষণশীল পরিবারের নিষ্ঠুরতা কিভাবে একটি সংবেদনশীল মনকে পিষ্ট করে তাও দেখানো হয়েছে। কিশোরী উমার গোপন খাতার নিজের একান্ত আপন অনুভূতি গুলোকে প্রকাশ্যে পাঠ করে তাকে বেইজ্জত করে তার স্বামী। স্বামী যেহেতু পুরুষ মানুষ তাই নিজের স্ত্রীকে সবার সামনে বেইজ্জত সে করতেই পারে কারণ স্ত্রী বা মেয়েদের মান সন্মান নিয়ে সমাজের বা পরিবারের কোনো ভাবনা ছিল না বরং সকলের সামনে তাদের ছোট করতে পারলে বোধহয় স্বামী হিসেবে তাদের পৌরুষ কিছুটা বাড়ত। তাই রবীন্দ্রনাথ গল্পের শেষে খুব সুন্দর বলেছেন -

> "প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল, কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।"[৬]

সমাজে সংসারে নারীদের কতভাবে অমর্যাদা করা হয়, হেনস্থা হতে হয় তা অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন শাস্তি গল্পটিতে। এখানে আমরা দেখি সতেরো আঠারো বছরের চন্দরাকে যখন তার স্বামী, তার দাদা দুখিরামের কৃতকর্মের দায় তাকে নিতে বলে, তখন সে একই সঙ্গে স্তম্ভিত বিস্মিত হয়ে যায়। ছিদামের দাদা তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় খুন করেছে, এই খুনের দায়ভার চন্দরার উপর তার স্বামী কি করে চাপিয়ে দিতে পারে দাদাকে বাঁচানোর কথা ভেবে! স্বামীর প্রতি রাগে অভিমানে চন্দরার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাই এই মিথ্যা কথাই সে বলে গেল। স্বামীর প্রতি তীব্র অভিমানে সে ফাঁসিকেই আপন করে নিয়েছে। স্বামীর এই অদ্ভুত অন্যায় অনুরোধ তাকে কতটা মানসিকভাবে আঘাত দিয়েছিল ও জীবনের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল যে সে একপ্রকার আত্মহত্যাই করল। এই গল্পে চন্দরার এই পরিণতিতে আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক মানুষেরই একটা মন থাকে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন। তাই মনে যদি আঘাত লাগে তা সবাইকেই কষ্ট দেয়। এই গল্পে চন্দরারও তাই হয়েছে। তবে এই আত্মহত্যা চন্দরার পরাজয় নয়। বরং এখানে সে তার স্বামী থেকে শুরু করে সমাজের সবার কাছে অনেক বড়ো বার্তা পৌঁছে দেয় যে সে শুধুমাত্র মেয়ে বলে কারোর হাতের পুতুল নয় যে তাকে যেমন বলা হবে তেমনই করবে। তারও একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে,যার দাম পরিবারকে সমাজকে দিতে হবে। আজ থেকে কতদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এগুলো তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। অভিজাত, শহুরে শিক্ষিত পরিবারের মানুষ হয়েসও তিনি শহরের পাশাপাশি মফস্বল ও গ্রাম সমাজের মেয়েদের মনের দিকটিকেও বুঝতে পেরেছিলেন।

এই একই রকম প্রতিক্রিয়া আমরা পাই 'দেনাপাওনা', 'দিদি' ইত্যাদি গল্পগুলিতে। 'দেনাপাওনা' গল্পে মৃত্যুর আগে পযর্ন্ত নিরুপমা তার বাবাকে পণের টাকা দিতে বারণ করে গেছে।

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।"[৭]

নিজের প্রতি অবহেলা অনাদর করে পণপ্রথার শিকার নিরুপমা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'দিদি' গল্পেও মমতাময়ী দিদি তার স্বামীর লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে ভাইকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। যে স্বামী, যে আপাত সুখের সংসার একদিন তার সব ছিল, তার পরম আশ্রয় ছিল তাই হঠাৎ করে তার কাছে নিষ্ঠুর নির্মম ফাঁদে পরিণত হল। শেষপযর্ন্ত অনেক লড়াই করে ভাইকে বাঁচাতে পারলেও নিজে আর পারলো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শশিকলার মৃত্যু হয়।

'অপরিচিতা', 'পয়লা নম্বর', 'হৈমন্তী' গল্পগুলিতে ও আমরা দেখি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ, একটু স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা - বারবার উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে যেমন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেছিল 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী'।

'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলাও সেই কথা বলেছে তার চিঠিতে –

"আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"[৮]

'হৈমন্তী' গল্পেও দেখি হৈমন্তীর ব্যক্তিত্বের, নারীত্বের অবমাননার বেদনাময় কাহিনি। সম্পূর্ণ এক অন্য পরিবেশ থেকে আসা একটি মাতৃহীন মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পদে পদে হেনস্তা করতে লাগল এবং এরই ফলস্বরূপ মেয়েটির মুখের হাসি চিরদিনের জন্য মিলিয়ে যায় তারই করুণ কাহিনি এই গল্পে ফুটে উঠেছে।

'স্ত্রীরপত্র' গল্পে পনেরো বছরের পত্নী মৃণালের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীজীবন সম্পর্কে অনেক বদ্ধমূল ধারণা তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন। 'স্ত্রীরপত্র' আসলে এক নারীর পত্র। তাই পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা শেষে মৃণালের উপলব্ধি - মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয় নারীত্বে। পত্নীত্ব নারীত্বের অংশ মাত্র।

'জীবিত ও মৃত' গল্পে যে কাদম্বিনী তার জায়ের ছেলে সতীশকে খুব ভালোবাসতো। যে খোকা সতীশ তার নিঃসঙ্গ বঞ্চিত বৈধব্যজীবনের সমস্ত কিছুর আশ্রয় সেই কাদম্বিনিকেই প্রেতাত্মা হিসাবে অপবাদ দেওয়া হয় খোকার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ার অভিযোগে। শ্বশুরবাড়ির লাগোয়া পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে শেষপর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে তাকে প্রমাণ করতে হয় যে সে এতোদিন বেঁচে ছিল।

"কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।"[৯]

আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রতিটি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ নারীদের জীবনের দিকগুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ও তাতে যে তিনি পুরোপুরি সার্থকতা লাভ করেছেন এ বিষয়ে বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই। তিনি যেভাবে তাদেরকে দেখিয়েছেন তারা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। পরিবেশ-পরিস্থিতি, সমাজ-সংসার কিভাবে নারীদের চালিত করে তাই উদাহরণ এই গল্পগুলি। নারীদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে যে তিনি পুরোপুরি সফল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, চতুর্থ খন্ড, আশ্বিন 1369, বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭ পৃ. ১৮
২. তদেব, পৃ. ২০৬
৩. তদেব, পৃ. ৭৪
৪. তদেব, পৃ. ১৭৬
৫. তদেব, পৃ. ১২৫
৬. তদেব, পৃ. ১৮৫
৭. তদেব, পৃ. ১৪
৮. তদেব, পৃ. ৬২৬
৯. তদেব, পৃ. ৯১